যুগান্তর

4 FEB 2003

পৃষ্ঠা ... ৭ ... ৪

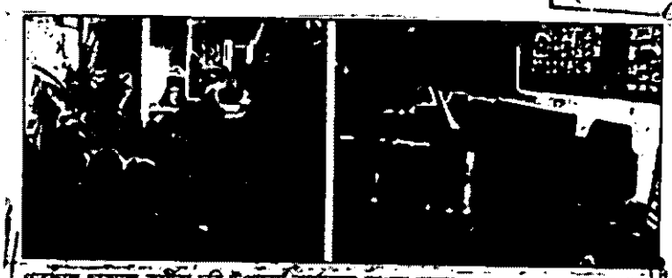

গতকাল ছাত্রদল কর্মীরা চবি উপাচার্য কার্যালয়ে ভাংচুর চালায় -যুগান্তর

# চবিতে-পুলিশ-ছাত্রদল সংঘর্ষে আহত ২০

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ঘেরাও করতে গিয়ে গতকাল সোমবার পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদল কর্মীদের ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনায় ৭ পুলিশসহ ২০ জন আহত

চবি : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৭

## চবি : সংঘর্ষে আহত ২০

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। বেলা সাড়ে ১১টায় এ ঘটনার সূত্রপাত হলেও ছাত্রদল ও পুলিশের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রায় দেড় ঘণ্টার জন্য ছিল রণক্ষেত্র। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল কর্মীরা এ সময় উপাচার্য অফিসে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। ঘটনা তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুব উল্লাহর নেতৃত্বে ৫ জন ডিনকে দিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। রাতে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট জরুরি সভায় মিলিত হয়েছে। পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনার ব্যাপারে হাটহাজারী থানায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একাংশ অপরাংশকে দায়ী করেছে। ছাত্রদলের একাংশ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে কর্মসূচি ঘোষণা করলেও অপরাংশ জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি করেছে।

পুলিশ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি নতুন হল নির্মাণে নিয়োজিত ঠিকাদারের কাছ থেকে বড় অংকের চাঁদা দাবির ঘটনায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগের প্রতিবাদে ছাত্রদলের একাংশ বেশ কিছু বহিরাগত নিয়ে সকালে ভিসি অফিস ঘেরাও করে। এ সময় পুলিশ তাদের ভিসি অফিসে যেতে বাধা দেয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে ছাত্রদল কর্মীরা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে পুলিশও বেধড়ক পিটুনি শুরু করে। এক পর্যায়ে ছাত্রদল কর্মীরা একাডেমিক ভবনের তৃতীয় তলায় উঠে ভিসি অফিসের অভ্যর্থনা কক্ষের আসবাবপত্র এবং দরজা-জানালার কাচ ভাংচুর করে। তাদের বাধা দিতে এলে ভিসি অফিসের দুই কর্মচারীও তাদের হামলায় আহত হন। তারা ভিসিকে শিবিরের দালাল আখ্যায়িত করে তার পদত্যাগ দাবি করে। ছাত্রদল কর্মীদের তাণ্ডব চলাকালে পুলিশকে অনেকটা অসহায় অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদল কর্মীদের সংঘর্ষ চলাকালে পুরো ক্যাম্পাসে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষক, কর্মচারী, ছাত্রছাত্রীরা প্রাণভয়ে এ সময় ছোটাছুটি করতে থাকে।

ছাত্রদলের সেলিম গ্রুপ দাবি করেছে, তাদের ক্যাম্পাস শাখার আহ্বায়ক ফিন্যান্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শাহেদকে রোববার বিকালে শিবির কর্মীরা মারধর করে। এর প্রতিবাদে তারা গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দিতে গেলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে তাদের ১৩ জন কর্মী আহত হয়। তারা হচ্ছে- মোঃ সেলিম, আতিকুর রহমান, রমজান আলী, রাশেদুল হক, ইসমাইল হোসেন, শাহেদ, মেহেদী, হাসান, সাগর, হাফিজ উদ্দিন ও কামরুল ইসলাম। তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিকালে উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শামসুল আলম তাদের হাসপাতালে দেখতে যান।

ছাত্রদলের অপর অংশ দাবি করেছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে বেগম খালেদা জিয়া হল ও আইটি ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। গত ২২ জানুয়ারি ছাত্রদলের একটি গ্রুপ নির্মাণাধীন ওই ভবনের ঠিকাদারের কাছে ৫ লাখ টাকা দাবি করে। ঠিকাদার বিষয়টি ভিসিকে অবহিত করে এবং কয়েকদিন কাজ বন্ধ রাখে।

**ভিসির বক্তব্য** : সংঘর্ষের ব্যাপারে উপাচার্য প্রফেসর এএেএম নুরুদ্দীন চৌধুরী বলেছেন, ছাত্রদল নেতারা কোনরকম আলাপ-আলোচনা ছাড়াই উপাচার্য ভবন ঘেরাও এবং উত্তেজনা প্রদর্শন করে। অথচ তারা লিখিতভাবে অভিযোগ দিতে পারত। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে পাঁচজন ডিনকে নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে সহকারী প্রক্টর ড. শফিকুল আলম বলেন, ছাত্রদল নিয়মতান্ত্রিকভাবে অগ্রসর হলে এ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটত না।

হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদ ছাত্রদলের ওপর হামলার কথা অস্বীকার করে বলেছেন, ছাত্রদলের ছেলেরা পুলিশের ওপর অনেকটা ঝাঁপিয়ে পড়লে পুলিশ আত্মরক্ষার কৌশল নেয়। এ সময় কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে। তিনি বলেন, ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা তার জামার কলার ধরে টান দেয় এবং তাকে ধাক্কা ও ঘুষি মারে। সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হাটহাজারী থানায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেছে।